গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
www.dme.gov.bd
গাইড হাউস (৭ম ও ১০ম তলা), নিউ বেইলী রোড,
ঢাকা-১০০০।

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ,
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

স্মারক নম্বর: ৫৭.২৫.০০০০.০০১.৭২.০০১.১৮.২৭

তারিখ: ৬ ফাল্গুন ১৪২৬
১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বিষয়: **শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে" মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনা প্রসঙ্গে।**

সূত্র: টিএইডি'র স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪২.২৩.০০১.২০-৪৩ তারিখ: ১৮.০২.২০২০খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে" কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ হতে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কে নির্দেশনা প্রদান করেন।
উক্ত নির্দেশনার আলোকে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের জন্য (সংযুক্ত পত্র মোতাবেক) নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

উল্লেখ্য, সঠিক নিয়মে, সঠিক মাপের এবং পরিস্কার-পরিছন্ন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত (ফ্লাগ রুলস্ অনুযায়ী) রাখবেন এবং জাতীয় শহীদ দিবস উদযাপনের ছবি ই-মেইল **helaldme@gmail.com, azad.dshe@gmail.com** প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। সেসাথে এদপ্তরের পরিদর্শকগণ এবং জেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণ বিষয়টি মনিটরিং করবেন।

১৯-২-২০২০
মো:শাহীনুর ইসলাম
সহকারী পরিচালক

বিতরণ :
১) অধ্যক্ষ, বিএমটিটিআই, গাজিপুর
২) অধ্যক্ষ, সকল মাদ্রাসা,
৩) সুপার, সকল মাদ্রাসা

স্মারক নম্বর: ৫৭.২৫.০০০০.০০১.৭২.০০১.১৮.২৭/১(৩)

তারিখ: ৬ ফাল্গুন ১৪২৬
১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) পরিদর্শক (সকল), মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
২) জেলা শিক্ষা অফিসার, সকল
৩) মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সকল

১৯-২-২০২০
মো:শাহীনুর ইসলাম
সহকারী পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
সমন্বয় শাখা
শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
www.tmed.gov.bd

বিষয়: **মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি: জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উন্নয়ন)

তারিখ : ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি:।

সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা।

সভার স্থান : কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সভা কক্ষ, ১০ তলা, পরিবহন পুল ভবন।

সভায় উপস্থিতি সদস্যবৃন্দ: পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা আরম্ভ করেন। অত:পর সভাপতি এতদ্‌বিষয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন সরকার এ বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর বিশেষ অবদান এর বিষয়টি ''শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২০'' এর বিভিন্ন কর্মসূচিতে উপস্থাপন ও যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে। বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও দিবসটি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করার লক্ষ্যে আজকের এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি অনুসারে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা হয় এবং পর্যায়ক্রমে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালাচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১. একুশে ফেব্রুয়ারি-২০২০ তারিখে এ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা 'Bangladesh Flag Rules-1972' (Revised upto May, 2010) অনুযায়ী জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
২. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর তার অধিক্ষেত্রাধীন দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করবে।
৩. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক তার অধিক্ষেত্রেধীন কারিগরি ও মাদ্রাসা স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপন করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দেশনা জারি করবে।
৪. জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন কারিগরি ও মাদ্রাসা স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একুশে ফেব্রুয়ারি-২০২০ উদ্‌যাপনের বিষয়টি মনিটরিং করার জন্য এ বিভাগ হতে অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিতে হবে।
৫. আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ ভোর ৫:৩০ মিনিটের মধ্যে নীলক্ষেতস্থ ব্যানবেইজ -এর সামনে এ বিভাগ ও আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
৬. স্ব-স্ব দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নিজ নিজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে গাড়ি সরবরাহের ব্যবস্থা করবে।
৭. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পনের নিমিত্ত এ বিভাগসহ আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা মুজিববর্ষের লোগো সম্বলিত স্ব- স্ব ব্যানার ও ফুলের তোড়া সঙ্গে আনবে।
৮. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর হতে কমপক্ষে ১০০জন, মাদ্রাসা অধিদপ্তর হতে কমপক্ষে ২০জন, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে কমপক্ষে ৮০জন এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হতে কমপক্ষে ৫০জন কর্মকর্তা/কর্মচারী উপস্থিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯. ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ ভোর ৫:৩০ মিনিটে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহান ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের উদ্দেশ্যে পদযাত্রা শুরু হবে।

১০. লোগোসহ কালো ব্যাজ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সরবরাহ করবে।

১১. সকল ব্যানার ব্যাজে মুজিব বর্ষের লোগোর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

১২. জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার) ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই) স্থানীয়ভাবে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২০ উদ্‌যাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অতপর: সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ মনিরুজ্জামান)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উন্নয়ন)

স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪২.২৩.০০১.২০-৪৩

তারিখ: ০৫ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ৩৭/৩/এ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
৪। পরিচালক (প্রশাসন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (সকল), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ২নং অরফানেজ রোড, বকশীবাজার, ঢাকা।
৮। উপসচিব, (সকল), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯। পরিচালক, জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়া।
১০। উপ-প্রধান (পরিকল্পনা), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।
১১। অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (বিএমটিটিআই), বোর্ড, বাজার, গাজীপুর।
১২। সিনিয়র সহকারী সচিব (মাদ্রাসা/প্রশাসন ও অর্থ/সেবা/অডিট/আইন), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।
১৩। সহকারী সচিব (মাদ্রাসা-১/সংসদ), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪। সিস্টেম এনালিস্ট/সহকারী প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।

১৮/০২/২০২০
মো: নুরুল ইসলাম শেখ
সহকারী সচিব (সমন্বয়)

অনুলিপি সদয় অবগিত/কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

অফিসিয়াল বাসভবন

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের অফিসিয়াল বাসভবনে 'পতাকা' উত্তোলন করতে হবে:

- রাষ্ট্রপতি
- প্রধানমন্ত্রী
- জাতীয় সংসদের স্পীকার
- বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি
- মন্ত্রীবর্গ
- চীফ হুইপ
- জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার
- জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা
- মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ
- প্রতিমন্ত্রীবর্গ
- প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ
- উপমন্ত্রীবর্গ
- উপমন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ
- বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ কূটনৈতিক /কনস্যুলার /মিশনসমূহের প্রধানগণ
- রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যানগণ

মোটর গাড়ী ও জলযান

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ তাদের মোটর গাড়ী ও জলযানে 'বাংলাদেশের পতাকা' উত্তোলন করার অধিকারী হন :

- জাতীয় সংসদের স্পীকার
- বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি
- মন্ত্রীবর্গ
- চীফ হুইপ
- জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার
- জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা
- মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ
- বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ কূটনৈতিক/কনস্যুলার/ মিশনসমূহের প্রধানগণ

উত্তোলন

নিম্নবর্ণিত দিবস এবং উপলক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র সরকারী ও বেসরকারী ভবনসমূহে এবং বিদেশে অবস্থিত কূটনৈতিক মিশনের অফিস ও কনস্যুলার পোস্টসমূহে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করতে হয়:

(ক) মহানবীর জন্ম দিবস (ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী)
(খ) ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস
(গ) ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস
(ঘ) সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত অন্য যে কোন দিবস

অর্ধনমিত

নিম্নবর্ণিত দিবসসমূহে 'পতাকা' অর্ধনমিত থাকে:

(ক) ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস (যা এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস)
(খ) ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস
(গ) সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত অন্য যে কোন দিবস

পতাকা অর্ধনমিত হবে খুঁটির ওপর থেকে পতাকার প্রস্থের সমান নিচে।

পতাকার মাপ

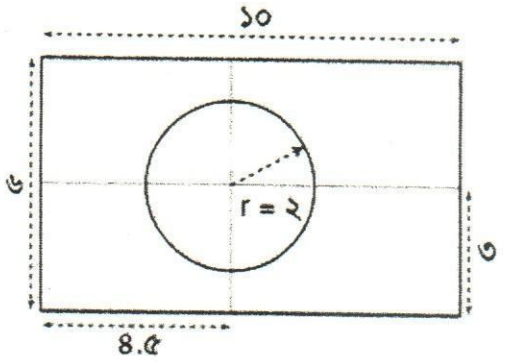

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ অনুযায়ী জাতীয় পতাকা মাপের সুনির্দিষ্ট বিবরণ নিম্নলিখিত:

- 'জাতীয় পতাকা' গাঢ় সবুজ রঙের হবে এবং ১০:৬ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তক্ষেত্রাকার সবুজ রঙের মাঝখানে একটি লাল বৃত্ত থাকিবে।
- লাল বৃত্তটি পতাকার দৈর্ঘ্যরে এক-পঞ্চমাংশ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট হবে। পতাকার দৈর্ঘ্যের নয়-বিংশতিতম অংশ হতে অঙ্কিত উলম্ব রেখা এবং পতাকার প্রস্থের মধ্যবর্তী বিন্দু হতে অঙ্কিত আনুভূমিক রেখার পরস্পর ছেদ বিন্দুতে বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দু হবে। অর্থাৎ পতাকার দৈর্ঘ্যের বিশ ভাগের বাম দিকের নয় ভাগের শেষ বিন্দুর ওপর অঙ্কিত লম্ব এবং প্রস্থের দিকে মাঝখান বরাবর অঙ্কিত সরল রেখার ছেদ বিন্দু হলো বৃত্তের কেন্দ্র।
- পতাকার সবুজ পটভূমি হবে প্রতি হাজারে প্রোসিয়ন ব্রিলিয়ান্ট গ্রীন এইচ-২ আর এস ৫০ পার্টস এবং লাল বৃত্তাকার অংশ হবে প্রতি হাজারে প্রোসিয়ন ব্রিলিয়ান্ট অরেঞ্জ এইচ-২ আর এস ৬০ পার্টস

পতাকা ব্যবহারের মাপ

- ভবনে ব্যবহারের জন্য পতাকার বিভিন্ন মাপ হলো—
  - ১০ বাই ৬ ফুট (৩.০ বাই ১.৮ মিটার)
  - ৫ বাই ৩ ফুট (১.৫২ বাই ০.৯১ মিটার)
  - ২.৫ বাই ১.৫ ফুট (৭৬০ বাই ৪৬০ মিলিমিটার)

- মোটরগাড়িতে ব্যবহারের জন্য পতাকার বিভিন্ন মাপ হলো—
  ক) ১৫ বাই ৯ ইঞ্চি (৩৮০ বাই ২৩০ মিলিমিটার) (বড় গাড়ীর জন্য)
  খ) ১০ বাই ৬ ইঞ্চি (২৫০ বাই ১৫০ মিলিমিটার) (ছোট এবং মাঝারি আকারের গাড়ীর জন্য)

- আন্তর্জাতিক ও দ্বিপাক্ষিক অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য টেবিল পতাকার মাপ: ১০ বাই ৬ ইঞ্চি (২৫০ বাই ১৫০ মিলিমিটার)

ব্যাখ্যা: পতাকার দৈর্ঘ্য ১০ ফুট হলে প্রস্থ হবে ৬ ফুট, লাল বৃত্তের ব্যাসার্ধ হবে ২ ফুট, পতাকার দৈর্ঘ্যের সাড়ে ৪ ফুট ওপরে প্রস্থের মাঝ বরাবর অঙ্কিত আনুপাতিক রেখার ছেদ বিন্দু হবে লাল বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু।

পতাকার ব্যবহারবিধি

গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ভবন এবং অফিসসমূহ, যেমন-রাষ্ট্রপতির বাসভবন, সংসদ ভবন প্রভৃতি, সকল মন্ত্রণালয় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সচিবালয় ভবনসমূহ, হাইকোর্টের অফিসসমূহ, জেলা ও দায়রা জজ আদালতসমূহ, বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার/কালেক্টর, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদের অফিসসমূহ, কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগারসমূহ, পুলিশ স্টেশন, শুল্ক পোস্টসমূহ, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এইরূপ অন্যান্য ভবন এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত ভবনসমূহে সকল কর্মদিবসে 'বাংলাদেশের পতাকা' উত্তোলিত হয়। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী তাদের মোটরযান, জলযান এবং উড়োজাহাজে 'বাংলাদেশের পতাকা' উত্তোলন করতে পারেন। এছাড়া প্রতিমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, উপমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ রাজধানীর বাহিরে দেশের অভ্যন্তরে অথবা বিদেশে ভ্রমণকালীন সময়ে তাদের মোটরযান এবং জলযানে 'বাংলাদেশের পতাকা' উত্তোলন করতে পারেন।